দৈনিক জনকণ্ঠ

17

তারিখ ... 15 DE 1994 ...
পৃষ্ঠা: 22 কলাম ... 6 ...

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর বরাদ্দ গম এখনও ওঠানো হয়নি॥ ৫০ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে পড়তে পারে

আহমেদ দীপু

চলতি অর্থবছরে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর বরাদ্দ এখনও ওঠানো হয়নি। খাদ্য মন্ত্রণালয় গত নবেম্বর মাস থেকে বরাদ্দকৃত গম ওঠানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তাগিদ দিয়ে আসছে। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। ফলে কর্মসূচীভুক্ত স্কুলসমূহে এবছর এখন পর্যন্ত খাদ্য বিতরণ হয়নি। এতে প্রায় ৫০ লাখ শিশু শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর বরাদ্দ প্রতি অর্থবছরের শুরুতে নতুন করে দেয়া হয়। এবার বন্যার কারণে বছরের শুরুতে এ খাতে বরাদ্দ অনুমোদন দেয়া সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে অক্টোবরে প্রতিমাসে ৩৩ হাজার মেট্রিক টন গম হিসাবে বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চার মাসের বকেয়া এক লাখ ৩২ হাজার মেঃ টন গম উঠিয়ে নেয়ার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় নবেম্বর থেকে তাগিদ দিয়ে আসছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে। কিন্তু তারা নিই-নিচ্ছি করে বছরের প্রায় ছয় মাস পার করে দিয়েছে।

গত মাস থেকে দাতা দেশসমূহের অনুদান এবং সরকারী আমদানিকৃত খাদ্যশস্য দেশে পৌছানো শুরুর পর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের গুদামে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। কাজেই তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে বার বার তাগিদ দিচ্ছে, যাতে তাদের এক লাখ ৩২ হাজার মেঃ টন গম উঠিয়ে নিয়ে গেলে সেখানে বিদেশ থেকে আনা খাদ্যশস্য রাখা যায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে সরকারী খাদ্য গুদামগুলোতে মজুদের পরিমাণ প্রায় সোয়া নয় লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে তিন লাখ টন চাল এবং অবশিষ্ট পরিমাণ গম রয়েছে। এ মাসেই আরও প্রায় পৌনে চার লাখ টন খাদ্যশস্য দেশে পৌছবে। এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ তাদের বরাদ্দ উঠিয়ে না নিলে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে সমস্যায় পড়তে হবে।

এদিকে সারা দেশে প্রায় ৫৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। এসব স্কুলে ৭৪ লাখ ১২ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত স্কুলসমূহে খাদ্য বিতরণ না করায় প্রায় ৫০ লাখ শিশু শিক্ষার্থীর মাঝে হতাশা দেখা দিয়েছে। ফলে পর্যায়ক্রমে এরা ঝরে পড়তে শুরু করেছে। কারণ উল্লেখিত পরিমাণ শিক্ষার্থীর অধিকাংশই এই কর্মসূচী চালু হওয়ার পর স্কুলে এসেছে। এখন মাসের নির্দিষ্ট পরিমাণ গম না পেয়ে তারা হতাশ। এসব শিক্ষার্থীর পরিবারও তাদের সন্তানদের স্কুলে আসা-যাওয়ার পরিবর্তে মাঠের কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু বন্যার পর মাঠেও তেমন কাজ না থাকায় এরা বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাফেরা করছে। এতে দেখা যাচ্ছে গত কয়েক বছরে স্কুলে যাতায়াতের ফলে যা শিখেছিল, পর্যায়ক্রমে তাও ভুলে যাচ্ছে। সেদিক থেকে তাদের পিছনে গত কয়েক বছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তার কোন ফল আসছে না। আবার নতুন করে গম দেয়া শুরু হলেই এরা স্কুল ফিরে আসবে ঠিকই, কিন্তু তাদেরও এখন আবার নতুন করে শিক্ষা দিতে হবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন বরাদ্দ পাওয়ার পর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক না থাকায় আমাদের বলা হয়েছিল আস্তে-ধীরে উঠানোর জন্য। এছাড়া বছরের শুরুতেই বন্যার কারণে এবার কাজটা সার্বিকভাবেই একটু পিছিয়ে যাচ্ছে। এখন দ্রুত বরাদ্দকৃত খাদ্য উঠিয়ে নিয়ে বিতরণ করা হবে।

কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, নবেম্বর মাসের শেষদিক থেকেই তাদের বরাদ্দকৃত গম উঠিয়ে নেয়ার জন্য তাগিদ দেয়া হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, তিনি নিজে শিক্ষামন্ত্রীকে এ ব্যাপারে বলেছেন। কারণ এ মাসের শেষ নাগাদ খাদ্য মজুদের পরিমাণ দাঁড়াবে ১২ লাখ মেট্রিক টন। এ পরিমাণ খাদ্যশস্য রাখার জন্য জায়গা লাগবে, কাজেই তারা যাতে বরাদ্দকৃত গম উঠিয়ে নিয়ে জায়গা খালি করে দেয় সে কারণে বার বার তাগিদ দেয়া হচ্ছে।